“আমার নিকট আইস...”

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠ: মথি ১১:২০-৩০; ১ পিতর ৩:৪; যিশাইয় ৫৭:১৫; গালাতীয় ৫:১; যাত্রা ১৮:১৩-২২।

মুখস্থপদ:“হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব” (মথি ১১:২৮)।

মথি ১১:২৮ পদ হচ্ছে যীশুর একটি অসাধারণ প্রতিজ্ঞা। আমরা সকলেই ক্লান্ত হই, ঠিক? আমরা ভারী বোঝা বহন করি। কাজ স্বয়ং একটি ভারী বোঝা হতে পারে। জীবনও বোঝা হতে পারে। যীশু আমাদের বলেন যে, আমরা ভীষণ ক্লান্ত। আমরা যদি তাঁকে সুযোগ দেই, তিনি আমাদের বিশ্রাম পেতে সাহায্য করতে পারেন।

যীশু আমাদেরকে তাঁর ভার বহন করতে বলেন। পরে তিনি বলেন, “কারণ আমার জোয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু” (মথি ১১:৩০)। যীশু কি বোঝাচ্ছেন? তিনি আমাদেরকে আমাদের নিজেদের ভার না বহন করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি আমাদের ভার তাঁর উপরে অর্পণ করতে বলছেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর ভার তুলে নিতে এবং বহন করতে বলছেন। ওগুলো বহন করা খুব সহজ।

যীশু এখন এ প্রতিজ্ঞা আমাদের কাছে করছেন। কিন্তু আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বাস করি, যা পাপে পরিপূর্ণ। তাহলে, বিশ্রামের এই প্রতিজ্ঞা কিভাবে সম্ভব? আদম ও হবা পাপ করার পর, ঈশ্বর তাদের বলেন, “তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে” (আদি ৩:১৯)। ঈশ্বর বোঝাচ্ছেন, আমাদের নিজেদের ভালোর জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। সুতরাং, আমরা সকলে জানি, কঠিন কাজ করা এবং ভারী বোঝা বহন করা কতটা পরিশ্রমের। প্রায়ই, এই বোঝাগুলো একাকী বহন করা আমাদের জন্য খুব কঠিন। তাহলে, কিভাবে আমরা যীশুর কথিত সেই বিশ্রাম লাভ করা শিক্ষা করতে পারি?

রবিবার **জুলাই ২৫**

"আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব" (মথি ১১:২০-২৮)

মথি ১১:২০-২৮ পদ পড়ুন। এই পদগুলোয় যীশু বলেন, "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব" (মথি ১১:২৮)। যীশু কেন একথা বলছেন? যীশু কিভাবে আমাদের এ-বিশ্রাম দেন?

যীশু বিনা কারণে কিছু বলেননি। মথি ১১:২৮ পদে কথিত যীশুর বক্তব্য যদি আমরা বুঝতে চাই, আমাদের অবশ্যই এই পদের পূর্বের পদগুলো দেখতে হবে। এই পদগুলো যীশুকে ভুল না বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে।

যীশুর বিষয়ে গল্পে ১১ অধ্যায়ে মথি একটি পরিবর্তন দেখান। গালীলের নগরগুলোর বিষয়ে যীশু অত্যন্ত কঠিন কিছু কথা বলেন। সেখানে বসবাসকারী লোকদের আচার-আচরণকে যীশু অনুমোদন দিচ্ছেন না। আপনি কি দেখছেন যে, যীশু লোকদেরকে এমন কথা বলছেন না যা শুনে তারা তাঁকে প্রিয় জ্ঞান করবে? যীশু লোকদেরকে এমন কথা বলছেন যা তাদের শোনা জরুরী। কিন্তু এই কথাগুলো যীশুকে জনপ্রিয় করে তুলছে না। তদুপরি, যীশু 'ভুল' করা লোকদের বন্ধু (মথি ৯:৯-১৩)। তাদের কাছে আরও মন্দ কথা হল, যীশু বলছেন, তিনি পাপ ক্ষমা করতে পারেন। ধর্মীয় নেতারা মনে করে যে, একথা হচ্ছে আরও বেশি অপমানজনক (মথি ৯:১-৮)। যীশু কী করে একথা ভাবতে পারেন!

যীশু লোকদেরকে কিছু কঠিন কথা বলেন। তিনি লোকদেরকে সদোমের সঙ্গে তুলনা করেন। এটা প্রশংসার কথা নয়। সদোম ছিল খারাপ শহর। যীশু সাবধান করেন, "তোমার দশা হইতে বরং সদোম দেশের দশা বিচার দিনে সহনীয় হইবে" (মথি ১১:২৪)।

জনতা হতাশ হয় ও যীশুর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়। পরে, হঠাৎ যীশু প্রসঙ্গ বদলান। তিনি লোকদেরকে সত্যিকারের বিশ্রাম দেন। যীশু এই বিশ্রাম সাধতে পারেন, কারণ "সকলই আমার পিতা কর্তৃক আমাকে সমর্পিত হইয়াছে; আর পুত্রকে কেহ জানে না, কেবল পিতা জানেন; এবং পিতাকে কেহ জানে না, কেবল পুত্র জানেন, এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, সে জানে" (মথি ১১:২৭)। যীশু তাঁর অনুসারীদের বিশ্রাম দিতে পারেন, কারণ তিনি ঈশ্বর। পিতা ও যীশু এক।

আমাদের ভারী বোঝা নামাবার জন্য প্রথমে আমাদের কি কাজটি করতে হবে? প্রথমে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমরা আমাদের বোঝা একা বইতে পারি না।

.....

.....

মথি ১১:২৮ পদে যীশু এ কথার দ্বারা তাঁর আহ্বান শুরু করছেন: 'আইস' গ্রিক পরিশব্দে এ কথাটি হচ্ছে একটি আদেশ। যদি আমরা বিশ্বাস পেতে চাই, এই আদেশ আমাদের অবশ্যই মান্য করতে হবে। 'আইস' কথাটি আরও দেখায় যে, যীশুকে আমাদের জীবনের উপরে অবশ্যই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দিতে হবে। সুতরাং, যীশুকে আমাদের জীবনের উপরে অবশ্যই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দিতে হবে।

সোমবার **জুলাই ২৬**

"তুলিয়া লও, শিক্ষা কর" (মথি ১১:২৯)

যেমনিভাবে আমরা দেখেছি, মথি ১১:২৮ পদে যীশু আমাদের ভারী বোঝা তাঁর উপরে তুলে দিতে বলছেন। তাহলে আমরা সত্যিকারের বিশ্রাম পাব। মথি ১১:২৯, ৩০ পদে যীশু আমাদেরকে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে বলছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শিখতে বলেছেন। বিশ্রামের একটি আহ্বান দিয়ে শেষ করার পরই কেন যীশু আমাদের এই নির্দেশ দিচ্ছেন?

মথি ১১:২৮ পদে, যীশু আমাদের বলছেন, আমার নিকট 'আইস।' যেমনিভাবে আমরা গতকাল দেখেছি, 'আইস' ক্রিয়াপদটি একটি নির্দেশ। পরে যীশু মথি ১১:২৯ পদে আরও দুটি নির্দেশ দিচ্ছেন: (১) তুলিয়া লও (২) শিক্ষা কর। এই ক্রিয়াপদ দুটি আমাদেরকে, পাঠক কুলকে, যীশুর প্রতি মনোযোগ ফেরাতে সাহায্য করে। যীশু আমাদের কোন কাজটি করতে দেখতে চান? তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং তাঁর নিকটে শিক্ষা করতে যীশু আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

প্রথম নির্দেশ 'তুলিয়া লও' কথাটি পুত্র যীশু ও পিতা ঈশ্বরের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, পিতা ও যীশু আত্মা ও চিন্তায় এক। মথি ১১:২৫-২৭ পদ আমাদের দেখায় যে, পিতা ও যীশু নিবিড়ভাবে

সম্পর্কযুক্ত। পিতা ও পুত্র উভয়ই মানবের পরিত্রাণের কাজ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে করছেন। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের জীবন তাদের উভয়ের কাছে সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়া। ঈশ্বর আমাদের আরেকটি কাজ দিচ্ছেন। তিনি চান আমরা যেন আমাদের চারপাশের লোকদের কাছে একটি আশীর্বাদ হই। ঈশ্বরের করতে দেওয়া কাজ যখন আমরা তুলে নেই, তখন আমরা দেখাই যে, আমাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতে সমর্পিত হয়েছে। ঈশ্বর বলছেন না যে, আমরা এই কাজের তত্ত্বাবধায়ক (ইনচার্জ) হই। যীশুও এটা চান না। সে-কারণে, তাঁর শিক্ষা তুলে নেওয়া খুব সহজ। আর, তিনি আমাদের যে কাজ করতে বলেন, কিংবা যে বোঝা তুলে নিতে বলেন, কিংবা যে ভার বহন করতে বলেন, তা কঠিন নয় (মথি ১১:৩০)।

দ্বিতীয় নির্দেশ হল, 'আমার নিকটে শিক্ষা কর;' এটি আমাদেরকে তাঁর অনুসারীদের জন্য তাঁর করতে দেওয়া কাজ অধিক কিছু দেখায়। গ্রিক ভাষায়, 'শিক্ষা কর' ক্রিয়াপদটি 'অনুসারী/শিষ্য' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যখন আমরা যীশুর নিকট থেকে শিক্ষা করি, তখন আমরা তাঁর অনুসারী হই। আমরা যীশুর বাধ্য হই এবং তাঁর শিক্ষামালার প্রতি অনুগত হই।

বাইবেলের কিছু কিছু সংস্করণে, 'আমার শিক্ষা গ্রহণ কর' কথাটি 'আমার যোয়ালি তুলিয়া লও' হিসেবে লেখা হয়েছে (মথি ১১:২৯)। যোয়ালি হচ্ছে একটি দীর্ঘ কাঠের খণ্ড। কাঠের খণ্ডটি দুটি পশুর ঘাড়ে বেধে দেওয়া হয় যেন তারা ভারী বোঝা একসঙ্গে টানতে পারে। যীশু 'যোয়ালি' কথাটি রূপক হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। যীশুর সময়ে, যোয়ালি ছিল ব্যবস্থার একটি রূপক শব্দ। সুতরাং, যখন আমরা যীশুর শিক্ষা গ্রহণ করি, তখন আমরা সেই ষাঁড়ের মত হই যারা যোয়ালি কাঁধে তুলে নিয়েছে। যীশু আমাদের বলছেন, "আমার যোয়ালি আপন স্কন্ধে তুলিয়া লও।" আসলে যীশু আমাদের যা বলছেন তা হল, তাঁর শিক্ষামালার বাধ্য থাকতে বলছেন (মথি ১১:২৯)।

যীশু দেওয়া বিশ্রাম আমরা কিভাবে লাভ করতে পারি?

.....

.....

মঙ্গলবার **জুলাই ২৭**

আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত (মথি ১১:২৯)

মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত কথাটির মানে কি? উত্তরের জন্য মথি ৫:৫; ১ পিতর ৩:৪; এবং যিশাইয় ৫৭:১৫ পদ পড়ুন।

২ করিন্থীয় ১০:১ পদে, পৌল যীশু খ্রীষ্টের বিষয় বলেন যিনি 'মৃদু ও সৌজন্য।' মৃদুতা ও সৌজন্যতা কি দেখায় যে, যীশু দুর্বল? না! যীশু কারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব কিংবা বিতর্ক শুরু করতে চেষ্টা করেননি। তিনি অধিকন্তু দ্বন্দ্ব এড়িয়ে গেছেন কারণ ঈশ্বরের পক্ষে কাজে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কিছু দাবী করেননি (যোহন ৪:১-৩)। বিভিন্ন সময়ে লোকেরা কোনো না কোনো ভাবে যীশুর সঙ্গে তর্ক বাধাতে চেষ্টা করেছে। তখন যীশু সাহস দেখিয়েছেন। তিনি সাহসের সঙ্গে লোকদের উত্তর দিয়েছেন। একই সঙ্গে, যীশু ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। ক্রুশে নীত হবার কিছু পূর্বে যীশু যখন যিরূশালেমের বিষয়ে ক্রন্দন করেছিলেন, সে বিষয়টা কি স্মরণ করতে পারছেন (লূক ১৯:৪১-৪৪)? সে সময় যীশু চিৎকার চেচামেচি করে কাউকে শাপ দেননি। ভবিষ্যতে লোকেরা যে ভয়াবহ দুঃখভোগ করবে, যীশু লোকদের কেবল সেটাই বলেছেন।কিন্তু যীশু এই কথাগুলো বিলাপের সুরে বলেন।

নূতন নিয়মের লেখকরা যীশুকে সাধারণত দ্বিতীয় মোশি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আর, মোশির মত, যীশু লোকদেরকে তাঁর রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা বলেছেন (মথি ৫:১)। মোশির সময়ে মরুভূমিতে যেভাবে অলৌকিক কাজ সংঘটিত হয়েছিল, যীশু একই ধরণের একটি অলৌকিক কাজ সংঘটিত করেন। যীশু বিশাল জনতাকে আহান দেন (মথি ১৪:১৩-২১)। গণনা ১২:৩ পদ বলে: "মোশি অতিশয় মৃদুশীল ছিলেন।" মথি ১১:১৯ পদে যীশু নিজের বিষয় একই কথা বলেছিলেন। যীশু যখন ৫০০০ লোককে খাওয়ান, লোকেরা তখন তার অলৌকিক কাজে আশ্চর্য হয়। তারা বলে, "উনি সত্যই সেই ভাববাদী, যিনি জগতে আসিতেছেন" (যোহন ৬:১৪)। দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫ পদে মোশি যা লিখেছেন এবং ঈশ্বরের নিকট হতে আসা একজন ভাববাদি হিসেবে তিনি যা করেছিলেন, তাদের এই কথাগুলো আমাদের সেটা মনে করতে সহায্য করে।

কে বেশি মৃদুশীল? যীশু নাকি মোশি? কার হৃদয় বেশি মৃদু? যীশুর হৃদয় নাকি মোশির হৃদয়? নিঃসন্দেহে, যীশুর। যীশু হলেন আমাদের ত্রাণকর্তা যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। হ্যাঁ, মোশি মানবের নিস্তারে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন (যাত্রা ৩২:৩২)। কিন্তু মোশির মৃত্যুতে তার লোকদের কোন মঙ্গল হয়নি। মোশি নিজে একজন পাপী ছিলেন। তার একজন ত্রাণকর্তা দরকার ছিল। তার পাপের মূল্য পরিশোধের জন্য একজন লোক দরকার ছিল। মোশির আত্মজীবনী ও তার কাহিনী

থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। কিন্তু মোশি আমাদের পরিত্রাণ করতে পারেন না।

আমাদের একজন ত্রাণকর্তা দরকার যিনি আমাদের হয়ে দাঁড়াতে পারেন। আমাদের একজন অনুকল্প দরকার যিনি ক্রুশের উপরে আমাদের স্থান নিতে পারেন। কেবল ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করতে পারেন। তিনি হলেন একজন মাত্র সেই যিনি আমাদের হয়ে ক্রুশে ঝুলতে পারেন এবং আমাদের পাপের দাম পরিশোধ করতে পারেন।

বুধবার **জুলাই ২৮**

"আমার ভার লঘু" (মথি ১১:৩০)

যীশু আমাদেরকে 'তাঁর শিক্ষা' গ্রহণ করতে বলেন। মঙ্গলবারের পাঠ থেকে যেমনিভাবে আমরা দেখেছি, বাইবেলের কিছু কিছু সংস্করণ 'আমার শিক্ষা গ্রহণ'কে 'আমার যোয়ালি তুলে নেয়া ও ধারণ করা' হিসেবে বর্ণনা করেছে (মথি ১১:২৯)। আপনার মনে পড়বে যে, যোয়ালি হচ্ছে কাঠের ভারী বোঝা। যোয়ালি দুটি পশুর ঘাড়ে বেঁধে দেওয়া হয় এবং তারা তা একসঙ্গে বহন করে। আমরা জেনেছি যে, যীশু যোয়ালি কথাটি একটি রূপক হিসেবে ব্যবহার করছেন। যীশুর সময়ে, যোয়ালি ছিল ব্যবস্থার একটি রূপক। মথি ১১:২৯ পদে, যীশু 'যোয়ালি'কে একটি রূপক হিসেবে প্রয়োগ করছেন যেটি দেখায় যে, ব্যবস্থা সম্পর্কে তৎকালিন যিহূদীদের একটি ভুল ধারণা ছিল। তারা মনে করত যে, ব্যবস্থা পালনের মাধ্যমে তারা রক্ষা পাবে। তাই, তারা ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ পালনের ব্যাপারে কঠোর ছিল। এ-কারণে, ব্যবস্থা কঠিন যোয়ালিতে পরিণত হয় কিংবা তা বহন করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

মথি ১১:৩০ পদে 'সহজ' কথাটির গ্রিক পরিশব্দের অর্থ 'ভালো,' 'তুষ্টিদায়ক,' 'উপকারী,' ও 'সহায়ক' হিসেবেও লেখা যায়। আমাদের চারপাশের অনেক লোক মনে করে যে, ঈশ্বর ব্যবস্থা পালন হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন। তাই, তাদের বর্তমান জীবনে ব্যবস্থার কোন মানে নেই। তাদেরকে আমরা এটা আবিষ্কার করতে কিভাবে সাহায্য করতে পারি যে, ব্যবস্থা আসলে সুন্দর? কিভাবে আমরা তাদেরকে সাহায্য করতে পারি যেন তারা ব্যবস্থাদাতাকে ভালবাসে?

যীশুর সঙ্গে আমাদের গমনাগমন সর্বদা সহজ নয়। কিন্তু যীশুর সঙ্গে গমনাগমন সর্বদাই উত্তম। যীশুর সঙ্গে গমনাগমন হচ্ছে সর্বদাই যথার্থ। আমরা গমন করতে পারি এবং পড়ে যেতে পারি। কিন্তু যীশু আমাদের উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারেন। যীশুকে পাশে রেখে আমাদের সর্বদা চলতে হবে।

গালাতীয় ৫:১ পদে পৌল বলেন, "স্বাধীনতার নিমিত্তই খ্রীষ্ট আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন; অতএব তোমরা স্থির থাক, এবং দাসত্ব-জোঁয়ালিতে আর বদ্ধ হইও না।" ব্যবস্থার 'দাসত্ব জোঁয়ালিতে' আর আবদ্ধ না হওয়া মানে কি? এছাড়া, যীশু কিভাবে আমাদের মুক্ত করেছেন? যীশু আমাদের বলেন, "আমার জোয়ালি আপন স্কন্ধে তুলিয়া লও"(মথি ১১:২৯)। পৌলের কথিত যোয়ালি অপেক্ষা এই 'দাসত্বের জোয়ালি' কিসে আলাদা?

.....

.....

আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, পৌল 'ব্যবস্থার দাসত্ব' কথাটি দ্বারা যা-ই বোঝাক না কেন, তিনি দশ আজ্ঞার বিষয় বলছেন না। নিঃসন্দেহে, না! আমরা তখন সত্যিকারের বিশ্রাম ও স্বাধীনতা লাভ করতে পারি যখন আমরা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বাধ্য থাকি। কেবল আমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের বাধ্যতা সম্ভব হয়।

বৃহস্পতিবার **জুলাই ২৯**

"আমার ভার লঘু" (মথি ১১:৩০)

মথি ১১:৩০ পদে, যীশু একটি রূপক ব্যবহার করেন: "আমার ভার লঘু" (মথি ১১:৩০)। যীশু আমাদের দেখাতে চান যে, তাঁর সেবা করা এবং তাঁর শিক্ষামালা গ্রহণ করা সহজ। সদাচরণের মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করা অপেক্ষা ওগুলো তুলনামূলকভাবে সহজ।

চলতি সপ্তাহের প্রথম দিকে আমরা মোশির সঙ্গে যীশুর তুলনা করেছি। আসুন, আমরা মোশির দৃষ্টান্তে ফিরে যাই। এ সময়ে, আমরা যাত্রা ১৮:১৩-২২ পদ দেখব। ইস্রায়েল জাতি মিসর পরিত্যাগ করার পর এবং লোহিত সাগর পার

হবার পর, যিথ্রো মোশির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। নেতৃত্বের ভারী বোঝা বহন করতে যিথ্রো কিভাবে মোশিকে সাহায্য করেন?

যাত্রা ১৮:১৩ পদ বলে যে, লোকেরা পরামর্শের জন্য মোশির কাছে আসে। লোকেরা সারা দিন মোশির কাছে বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে আসে। যিথ্রো দেখেন যে, ওগুলো একা মোশির পক্ষে সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন। তাই, যিথ্রো মোশিকে দক্ষ সাহায্যকারী নিয়েগের পরামর্শ দেন। এই লোকেরা সাধারণ সমস্যাগুলো সমাধান করতে থাকে। মোশি বড় সমস্যাগুলো সমাধান করেন। মোশি তার শ্বশুরের কথা শোনেন। যিথ্রো মোশির জীবন রক্ষাকারী পরিবর্তনে সাহায্য করেন।

মোশির মত আমাদেরও একই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের কাজ ও ভারী বোঝা অন্য লোকদের সঙ্গে সহভাগ করতে হবে। সে-কারণে, যীশু বলছেন তাঁর বোঝা ভারী নয়। তিনি আমাদের স্মরণ করাতে চান যে, সকল সমস্যা বহনের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পৌল আমাদের একই বাইবেল সত্য দেখতে সাহায্য করছেন। ১ করিন্থীয় ১২:১২-২৬ পদে পৌল 'যীশুর দেহ' সম্পর্কে লিখছেন। এই রূপক চিত্রটি আমাদের দেখায় যে, একে অন্যের সমস্যা ও ভারী বোঝা বহনে সাহায্য করার অর্থ কী। যেকোন বোঝা বহনের জন্য দেহকে স্বাস্থ্যবান হতে হবে। যেকোন কিছু বহনের জন্য আমাদের শক্তিশালী পা, বাহু, মাংশপেশি দরকার।

গালাতীয় ৬:২ পদ পড়ুন। এই পদ আমাদের একে অন্যের সমস্যা ও ভারী বোঝা বহনে সাহায্য করে। আমাদের এই কাজ করাটা কিভাবে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালনের প্রকৃত মানে দেখায়?

.....

.....

গালাতীয় ৬:১ পদ আমাদেরকে ২ পদ ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। গালাতীয় ৬:১ পদে, পৌল আমাদের বলছেন যে, কীভাবে পাপী খ্রীষ্টিয়ানদের সাহায্য করা যায়। তাদের ভারী বোঝা ও সমস্যা বহনে তাদেরকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। তাহলে আমরা ঈশ্বরের কাছে পাপীদের ফিরতে সাহায্য করতে পারব। 'বোঝা'র গ্রিক পরিশব্দের অর্থ হচ্ছে ওজন-বস্তু কিংবা পাথর। এই শব্দটি আমাদের কি দেখায়? এটি দেখায়, আমরা সবাই ভারী বোঝা বহন করছি।

আমাদের সবার সেই সব লোকের দরকার যারা আমাদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আমরা এই কাজ কেবল তখনই করতে পারি যখন আমাদের অন্তঃকরণ মৃদু। যখন আমরা এই বোঝা বহনে অন্যদের সাহায্য করি, তখন আমরা আরও বেশি প্রেম-কাতর হয়ে উঠি।

শুক্রবার **জুলাই ৩০**

অতিরিক্ত আলোচনা: "আপনি কি আপনার কাজকে কঠিন বলেন? আপনি কি অভিযোগ করেন যে, জীবন জটিল ও কঠিন সময়ে পরিপূর্ণ? আপনি কি উপলব্ধি করেন যে, পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি আপনার নেই? আপনি কি মনে করেন যে, আপনি স্থির হতে পারছেন না? আপনি কি বলেন যে, খ্রীষ্টিয় জীবন অত্যন্ত কঠিন? তাহলে, আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, আপনি যীশুর সেবা করছেন না কিংবা তাঁর শিক্ষামালা গ্রহণ করছেন না। আপনি শয়তানের সেবা করছেন।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *চাইল্ড গাইডেন্স*, পৃষ্ঠা: ২৬৭।

"ঈশ্বরের সহানুভূতি লাভের জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না। মোটেও না। আমাদের রক্ষা করার জন্য নিজেদের উপর নির্ভর করলে চলবে না। যা কিছু ভুল আমরা সেটা করতে চাই। এটা স্বাভাবিক, কারণ আমরা পাপী। সুতরাং, আমাদের যীশুর কাছে আসতে হবে। তাহলে আমরা তাঁর প্রেমে বিশ্রাম পাব। যারা তাঁর কাছে আসে এবং আমাদের ত্রাণকর্তার সৎকর্মে বিশ্বাস করে, ঈশ্বর তাদের প্রত্যেককে গ্রহণ করবেন। তখন প্রেম আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করবে। ঈশ্বর যখন আমাদের গ্রহণ করেন, তখন আমরা কোন অদ্ভুত শিহরণ বোধ করব না। কিন্তু আমরা শান্তি ও নির্ভরতা উপলব্ধি করব। তখন প্রতিটি বোঝা ও সমস্যাকে বহনের অযোগ্য বিবেচনা করা বন্ধ করব। সে-কারণে, আমাদের যীশুর সেবা করা সহজ। যখন আমরা যীশুর সেবা করি, তখন আমাদের কাজ আমাদের সুখি করবে। ঈশ্বরের জন্য আমরা যাকিছু পরিহার করব, তা আমদের আনন্দে পূর্ণ করবে। আমরা অতীতে যে পথে হেঁটেছি, সে-পথ অন্ধকার মনে হয়েছিল। কিন্তু যীশু যখন সে-পথ আলোকিত করলেন, অন্ধকার পথ/রাস্তা উজ্জ্বল হল। আর, তখন আমরা আলোতে চলব। আলোতে স্বয়ং যীশু আছেন।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *ফেইথ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস*, পৃষ্ঠা: ৩৮, ৩৯।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী:

১। যখন আপনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যীশু দিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আপনার গমনাগমনের সময়টি স্মরণ করতে পারছেন? আপনার ক্লাশের সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা স্মরণ করুন। আপনি কেন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন, সেটা নিয়ে আলোচনা করুন।

২। মথি ১১:২৫-২৭ পদে যীশু প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা পড়ুন। ক্লাশে আলোচনা করুন যে, ঈশ্বর কিভাবে দয়া ও ক্ষমা শিক্ষা দেন। এছাড়া, ঈশ্বর কেন আত্মিক জ্ঞানী লোকদের থেকে তাঁর সুরক্ষার পরিকল্পনা গোপন করেন? যে সকল আত্মিক লোকেরা ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমনে শিশু, ঈশ্বর কেন তাঁর পরিকল্পনা তাদেরকে দেখান?

৩। আমরা কিভাবে সেই সব লোকদের সাহায্য করতে পারি যারা তাদের সমস্যা ও ভারী বোঝা বহনের লড়াই করছে? কিভাবে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি যারা যীশুর কাছে বিশ্রাম খুঁজতে আসে?

৪। যীশু বলা কথাগুলো নিয়ে আরও ভাবুন: "কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত" (মথি ১১:২৯)। এ-কথার অর্থ কি এই যে, আমরা আমাদের নিজেদের নিয়ে উত্তম বোধ করব। ক্রুশ কিভাবে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, এই পদে যীশু আসলে কি বোঝাচ্ছেন? যেমনিভাবে আমরা ক্রুশের পদতলে দাঁড়াই, তখন মৃদুশীল আত্মা ও মন আমাদের সকল গর্ব-অহংকার দূর করে দেয় এবং আমরা একটা সুন্দর অনুভূতি লাভ করি?